এজেন্ট ব্যাংকিং
আপনার দোরগোড়ায়

ব্যাংক এশিয়া

এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস

১৭ জানুয়ারি, ২০১৯

১০,০০০+	৪৬%	৯২%	৬০%
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	নারী গ্রাহক	পল্লী গ্রাহক	গ্রাহক ৫ম শ্রেণী পাশ

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

আজ ব্যাংক এশিয়ার 'এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস'। বাংলাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার পঞ্চম বর্ষপূর্তি। দিবসটির প্রতিপাদ্য-টেকসই উন্নয়নে প্রতিটি মানুষের একটি করে ব্যাংক একাউন্ট।

২০১৪ সালে আমরা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করি। উদ্যোগটি আজ দেশে ব্যাংকিং-সেবা-বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা জাতিসংঘ নির্ধারিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৭টি লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখছি। আমাদের কার্যক্রম যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখছে তার মধ্যে 'লিঙ্গ সমতা', 'সম্মানজনক কর্ম সংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি', 'দারিদ্র্য মুক্তি,' 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ', 'শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো', 'বৈষম্য হ্রাস' এবং 'অংশীদারিত্ব' অন্যতম। ব্যাংক এশিয়ার পাশাপাশি যে সকল ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং-এ আত্মনিয়োগ করেছে, আজ এ শুভ মুহূর্তে আমি তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গত এক দশকে দেশের ব্যাংকিং খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবুও বিশাল জনগোষ্ঠী এখনও রয়ে গেছে ব্যাংকিং সেবার বাইরে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তায় এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তন করি। উন্মোচিত হয় দেশের ব্যাংকিং জগতে এক নতুন দিগন্তের। ইতোমধ্যে আমরা দেশের ৬৪টি জেলায় ২,৫০০ এর উপরে এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণ করছি। এ কার্যক্রম দ্রুত ছড়িয়ে দিতে আমরা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়,'এটুআই' প্রকল্প, জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি), ইউএসএইড, ইউকেএইড, কেয়ার বাংলাদেশ, সুইসকন্টাক্টসহ প্রায় ৬৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছি। আমাদের এজেন্টগণ অত্যন্ত সততা ও সাফল্যের সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিবেদিত-প্রাণ কর্মী বাহিনী নিরলস কাজ করছে দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিতে। 'এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস'-এর শুভক্ষণে আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কল্যাণে আগামীতে আরো শক্তিশালী হবে। আমি ব্যাংক এশিয়ার 'এজেন্ট ব্যাংকিং দিবস' এবং এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

আ. রউফ চৌধুরী

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান

- দারিদ্র্য মুক্তি
- সম্মানজনক কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
- লিঙ্গ সমতা
- বৈষম্য হ্রাস
- অংশীদারিত্ব
- সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ
- শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

মিশন

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ব্যাংকিং-সেবা-বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া।

প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা-বহির্ভুত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনতে একাউন্ট খোলা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বাণী

ব্যাংক এশিয়া প্রবর্তিত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের পঞ্চম বর্ষপূর্তির শুভক্ষণে আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ এ সেবায় আত্মনিয়োগকারী সকল ব্যাংক, এজেন্ট, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সরকারী, বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যারা এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে - সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে ব্যাংক এশিয়া মানুষের কল্যাণে নানামুখি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর অন্যতম হচ্ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে ২০১৪ সালে দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তন। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পে আমরা ২০১২ সালে বিনামূল্যে একটি বিশেষায়িত সফটওয়্যার প্রদান করি। এর মাধ্যমে উপকারভোগী জনগোষ্ঠী অনলাইনে তাদের কাঙ্খিত আর্থিক সেবা পাচ্ছে।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত প্রকল্পের উপকার ভোগীদেরকেও এজেন্ট ব্যাংকিং-এর সদস্যভুক্ত করে আমরা আর্থিক সেবা প্রদান করছি। দেশের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গুলোকে এজেন্ট আউটলেট হিসাবে ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বয়স্ক ভাতা, বিধবাভাতা, পঙ্গুভাতাসহ সরকারের বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা পৌছে দিচ্ছে এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেল। ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ, রেমিট্যান্সের টাকা উত্তোলন, পাসপোর্ট ফি জমাদান এবং ইউটিলিটি বিল পরিশোধসহ গ্রাহকবৃন্দ সেখান থেকে সব ধরনের সেবা গ্রহণ করছে।

তৈরি-পোশাক-শিল্পে কর্মরত কয়েক লক্ষ কর্মীর বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। এ শিল্পে সহায়তার লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মত আমরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে ডিজিটাল ব্যাংকিং বুথ স্থাপন করেছি।

এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর মাধ্যমে আমরা ইতোমধ্যে দেশের ২০ লক্ষেরও বেশী জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দেশের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি প্রচেষ্টা যেমন সফল হবে তেমনি বাংলাদেশের উন্নয়ন আরো দ্রুততর হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে এজেন্ট ব্যাংকিং এর ভূমিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আরফান আলী

সামাজিক নিরাপত্তায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

দারিদ্র্যকে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার অভিপ্রায়ে সরকার 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প শুরু করে। ২০১২ সালের মে মাসে ব্যাংক এশিয়া এ প্রকল্পে যুক্ত হয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচীর সূচনা করে। ৩৫টি জেলা ও ২৫২টি উপজেলার ২,৪২৪টি ইউনিয়ন এবং ২১,৮১৬টি গ্রামে ব্যাংক এশিয়া এ কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং ৩টি পর্যায়ে ২১ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। এ প্রকল্পের আওতায় সদস্যরা সমিতি গঠন করে ক্ষুদ্র সঞ্চয় গড়ে তোলে এবং ঋণ সুবিধা ভোগ করে। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং জন্ম লাভ করে।

২০১৬ সালে ব্যাংক এশিয়া "ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)" এর মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান শুরু করে। বর্তমানে প্রায় ২,৫০০ ইউডিসি ও পিডিসি'র মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামের জনগন সহজেই সকল প্রকার ব্যাংকিং সেবা হাতের নাগালেই পেয়ে

যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণ ব্যাংকের আরেকটি অন্যতম মাইল ফলক। পরিবারে বয়স্কদের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকল্পে অদ্যাবধি ৬টি জেলার ১২ উপজেলায় ১ লক্ষ বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধি ভাতা ইউডিসি এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। সমাজের সুবিধা-বঞ্চিতরা নিজ নিজ এলাকায় বসেই ভাতার টাকা হাতে পেয়ে সঞ্চয় করতে পারছে, ফলে তাদের সময় ও যাতায়াত খরচ লাঘব হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় পরিচালিত অতিদরিদ্র উন্নয়ন-কর্মসূচীতে ৭,৫৫৪ জন হতদরিদ্র জনগনকে আর্থিক সহায়তার টাকা পৌছানো অব্যাহত রেখেছে।

'স্বপ্ন' প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মক্ষম বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারী স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রচেষ্টা। সাতক্ষীরা এবং কুড়িগ্রাম জেলার ৭৬টি ইউনিয়নের ৩,২০০ জন অসহায় মহিলার কর্মযজ্ঞ সৃষ্টির পাশাপাশি আর্থিক পরিকল্পনা ও সক্ষমতার প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

ব্যাংক এশিয়া ইউএসএআইডি-এর আর্থিক সহায়তায় কেয়ার বাংলাদেশ পরিচালিত 'সৌহার্দ্য' কর্মসূচীর আওতায় হাওড় ও চর বিস্তৃত কুঁড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের মাঝে ভাতা বিতরণ করেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মানবিক সংকট রোহিঙ্গা ইস্যুতে ৩৯ হাজার ক্ষতিগ্রস্থ এতিম শিশুকে ইউনিসেফ-এর সহায়তা এবং ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীকে রেড ক্রিসেন্ট-এর আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া।

এভাবে ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং সামাজিক নিরাপত্তায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র 'দারিদ্র্য মুক্তি', 'লিঙ্গ সমতা', 'বৈষম্য হ্রাস', 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ', 'অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি', 'উদ্ভাবন ও অংশীদারিত্ব'-এর ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে।

ভিশন

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যাংকিং-সেবা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সর্বোত্তম প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যাংকিং সেবাদানের মাধ্যমে অধিক সুরক্ষিত অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।

ব্যাংক এশিয়া ২০১৮ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সংস্থা ডব্লিউএসবিআই-এর সাথে যৌথভাবে গ্রামীণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে।

এজেন্ট ব্যাংকিং-এ কৃষি উন্নয়ন

কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ। কৃষককে বছর ব্যাপী কৃষির সাথে সম্পৃক্ত রাখার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে কাজ করছে ব্যাংক এশিয়া। এজেন্ট নেটওয়র্কের মাধ্যমে ব্যাংক এশিয়া সারাদেশে কৃষকের চাহিদা নিরূপন করে ঋণ সরবরাহ করছে।

২০১৮ সালে এজেন্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দ্য পুওর (বিএফপিবি)-র অর্থায়নে পরিচালিত 'গ্রোয়িং টুগেদার' প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। আরো ৭০ হাজার কৃষকের একাউন্ট খোলা হবে ২০২০ সালের মধ্যে এবং ২০টি ফার্মার্স সেন্টার স্থাপন করা হবে।

ইউএসআইডি'র আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত 'দখিনা' প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ সালে দক্ষিণাঞ্চলের ২৭০ জন এজেন্ট ও অফিসারকে কৃষিক্ষেত্রে 'দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক' এবং কৃষককে কৃষি ঋণসহ 'ধাপে চারা ও সবজি উৎপাদন' 'সর্জান পদ্ধতিতে সবজি, ফল ও মাছ উৎপাদন', 'অ্যাকোয়াপনিক্স', 'মাল্টিলেয়ার চাষাবাদ', 'মাটি ছাড়া ঘাস ও হাইড্রোপনিক্স ঘাস' ইত্যাদি উন্নত কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় 'এজেন্ট নির্দেশিকা' এবং 'কৃষি ঋণ নির্দেশিকা' প্রকাশ করেছে। নির্দেশিকা গুলোতে ফসল উৎপাদন, মৎসচাষ, হাঁস-মুরগীপালন, দুগ্ধ উৎপাদন ও গরু মোটা-তাজাকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় সহ কৃষি সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যাংক এশিয়া ঋণ প্রদান তথ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষকের ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি আরো সহজ ও দ্রুত করতে ব্যাংক এশিয়া অনলাইন ক্রেডিট সার্ভিস (ওকাস) সফটওয়্যার ব্যবহার করে ঋণ অনুমোদন এবং এ-কার্ড এর মাধ্যমে ৫,৫৭৬ জন কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদান করছে। কৃষকরা ইতোমধ্যে প্রযুক্তি সহায়ক ঋণ পদ্ধতির সুফল পেতে শুরু করেছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং-চ্যানেলে আর্থিক স্বাক্ষরতা

ব্যাংকিং সেবা সম্পর্কে ধারণা, তা বুঝতে পারা এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা জরুরী। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার মাঠ জরিপ চিত্রে এর প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এরই আলোকে ব্যাংক এশিয়া আর্থিক স্বাক্ষরতা উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে চলেছে।

তৈরী-পোশাক কর্মীদের আর্থিক স্বাক্ষরতাঃ বাংলাদেশে ৪৫ লক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী-পোশাক শিল্পের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ শিল্পের কর্মীরা তাদের সীমিত আয়ের প্রায় পুরোটাই খরচ করে ফেলে। সঞ্চয় বলতে তাদের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। তাদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ব্যাংক এশিয়া ২০১৬ সাল থেকে 'সুইস-কন্টাক্ট'-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত 'সারথী' প্রকল্পের আওতায় ৮টি তৈরী-পোশাক কারখানার ৬,৫০০ কর্মীকে আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। কারখানার বাইরের বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম ও লোকসংগীতের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবাবার্তা পৌছে দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য 'আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহায়িকা' নামে একটি বইও প্রকাশ করা হয় যাতে তারা অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখতে পারে।

কৃষকদের আর্থিক স্বাক্ষরতাঃ ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকিং দেশের ২১ হাজারের বেশী কৃষককে বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় ও ঋণসুবিধা, আধুনিক ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ইউএসএআইডি'র 'দক্ষিনা' এবং ভিএসও এর 'গ্রোয়িং টুগেদার' প্রকল্পের আওতায় তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে অনেক কৃষকদের মধ্যে উদ্যোক্তার মনোভাব গড়ে উঠেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা গ্রহণকারীদের আর্থিক স্বাক্ষরতাঃ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)'র সহায়তায় ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকিং সরকারের ১,০০০ সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা'র উপকার ভোগীদেরকে আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাতে করে তারা বায়ো-মেট্রিক মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ অথবা ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) দিয়ে ভাতা'র টাকা সহজে ও নিরাপদে উত্তোলন করতে পারে। প্রশিক্ষণে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় ও ঋণ বিষয়ে অবহিত করা হয়।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির স্বীকৃতি হিসেবে এশিয়ান ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স পদক গ্রহণ

স্কুল শিক্ষার্থীদের আর্থিক স্বাক্ষরতাঃ ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকিং দেশের ১,৯০০ স্কুলের ৫৪,৫০০ জন শিক্ষার্থীকে আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং সঞ্চয়ী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে ২০,০০০ শিক্ষার্থী এজেন্ট ব্যাংকিং-এর আওতায় হিসাব খুলেছে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এসেছে। ■

উন্নয়ন সহযোগী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার · a2i · WESTERN UNION WU · care · mastercard · UNDP · swisscontact · USAID · VSO

ব্যাংক এশিয়া